দৈনিক বাংলা

5

তারিখ 14 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের ৪১তম অধিবেশনে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ফেদেরিকো মেয়র বলেন, গত ২০ বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। তবে গোটা বিশ্বে এখনো ১০০ কোটি লোক নিরক্ষর রয়েছে। তিনি এ অবস্থার নিন্দা করেন।

বিশ্ব থেকে নিরক্ষরতা দূর হওয়া প্রত্যাশিত হলেও ঘটনাটা খুব সহজলভ্য নয় এবং অদূর ভবিষ্যতে যে এলক্ষ্য অর্জিত হবে এমন কথাও কেউ খুব নিশ্চিত করে বলতে পারে না। তবে নিরক্ষরতার হার কমছে এটাও আশার বিষয়। অশিক্ষা নিরক্ষরতা মূলতঃ উন্নয়নশীল দেশেই কেন্দ্রীভূত। সেই উন্নয়নশীল দেশেই যখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন শিক্ষাক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও প্রীতি তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতার পরিচয় বহন করে একথা ঠিক। তবে উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা সম্প্রসারিত হলেও শিক্ষারমান বৃদ্ধি পায়নি। অধিকাংশ দেশেই শিক্ষার মান অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। অতি উন্নত প্রযুক্তির এই যুগে উন্নত দেশগুলি শিক্ষা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খায়, এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে। সেক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলি সেই গতানুগতিক শিক্ষাই চলু রেখেছে। এমন কি সে শিক্ষাও যে সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে দেয়া নেয়া হচ্ছে একথাও বলা যাবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিক্ষা নিয়ে নানা রকম ঘাপলা, হরেক কেলেংকারী। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক দূরত্বই শুধু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাদের শিক্ষাগত ব্যবধানও বিপুল হয়ে উঠছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের শিক্ষারমান সম্পর্কে সর্বাগ্রে সচেতন হতে হবে। নিরক্ষরতা দূর করা এখনো প্রাথমিক লক্ষ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষার মান এবং অর্থনিকায়ন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা না হলে এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে সচেতনতা কাম্য।